এলজিইডি নিউজলেটার

এলজিইডির একটি ত্রৈমাসিক প্রকাশনা // সংখ্যা ১২২: জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৬ // রেজি নং-২৪-৮৭

ভেতরের পাতায়

- সম্পাদকীয়
- ২০১৫-১৬ অর্থবছরে এডিপি বাস্তবায়নে এলজিইডির সাফল্যঃ অগ্রগতি ৯৯.৪১%
- প্রকৌশলী কামরুল ইসলাম সিদ্দিক এর ৮ম মৃত্যু বার্ষিকী পালন
- পল্লি সড়ক ও কালভার্ট রক্ষণাবেক্ষণ এবং প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্পের পর্যালোচনা সভা
- এগিয়ে চলছে বহুমুখী দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ
- পারফরমেন্স বেইজড মেইনটেন্যান্স কন্ট্রাক্ট ঃ গ্রামীণ সড়ক রক্ষণাবেক্ষণে নতুন পদক্ষেপ
- সড়ক উন্নয়ন বিষয়ে শেরপুর জেলার ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠির সঙ্গে মতবিনিময়
- • মিশন
  • প্রশিক্ষণ/কর্মশালা
  • সাফল্য
- সরকার নগরায়ণের ওপর গুরুত্ব দিচ্ছে
- ম্যানিলায় 'লোকালাইজিং গ্লোবাল এজেন্ডাস' শীর্ষক অনুষ্ঠানে ইউজিআইআইপি-৩ এর কার্যক্রম উপস্থাপন
- ভোগাই নদী রাবার ড্যামে নতুন ব্যাগ স্থাপন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৮ জুলাই রাজধানীর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটারে 'উন্নয়ন উদ্ভাবনে জনপ্রশাসন-২০১৬' শীর্ষক আন্তর্জাতিক সম্মেলন উদ্বোধনের পর বিভিন্ন স্টল ঘুরে দেখেন

প্রযুক্তি ব্যবহার নিয়ে সতর্ক থাকতে হবে
– মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার নিয়ে সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে। তিনি বলেন, 'আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, জনপ্রশাসনের সদস্যরা তথ্যপ্রযুক্তি, জ্ঞান-বিজ্ঞান, মেধা ও অর্জিত অভিজ্ঞতার সর্বোচ্চ ব্যবহার করে নতুন নতুন উদ্ভাবনী পদ্ধতি ও কৌশল আয়ত্ত করছেন। আমরা চাই জনগণ সেবার জন্য ঘুরবে না, সরকার জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছে দেবে।' জনপ্রশাসনের প্রতিটি ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার কোনো বিকল্প নেই মন্তব্য করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আপনারা সবাই মিলে একবিংশ শতকের উপযোগী আধুনিক, সেবামুখী একটি চৌকস জনপ্রশাসন গড়ে তুলবেন।'

গত ২৮ জুলাই ২০১৬ 'উন্নয়ন উদ্ভাবনে জনপ্রশাসন-২০১৬' শীর্ষক আন্তর্জাতিক সম্মেলন উদ্বোধনকালে প্রধান অতিথির ভাষণে তিনি এ কথা বলেন। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অ্যাকসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) প্রকল্পের উদ্যোগে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটারে সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ ও রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়নে বিভিন্ন উদ্ভাবনের বিষয় দেশীয় ও আন্তর্জাতিক মহলের সামনে তুলে ধরার জন্য এ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তৃতা করেন জনপ্রশাসন মন্ত্রী সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম, এমপি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেস ওসমান এবং ইউএনডিপির কান্ট্রি ডিরেক্টর পলিন টেমেসিস। মন্ত্রিপরিষদ সচিব মোহাম্মদ শফিউল আলম এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরও বক্তৃতা করেন প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব মোঃ আবুল কালাম আজাদ। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মহাপরিচালক কবির বিন আনোয়ার অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন। সম্মেলনে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থা স্টল স্থাপন করে। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরও এতে অংশ নেয়।

সম্পাদকীয়

এলজিইডিঃ প্রায় শতভাগ এডিপি বাস্তবায়নের অনন্য মডেল

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) ২০১৫-১৬ অর্থবছরে সরকারের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়নে শতকরা ৯৯.৪১ ভাগ অগ্রগতি অর্জন করেছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে এলজিইডির জন্য সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ ছিল ৮,৯৫৩ কোটি টাকা। এর মধ্যে ৮,৯০০ কোটি ব্যয় করা হয়েছে। এ বরাদ্দ সরকারের মোট বার্ষিক উন্নয়ন বরাদ্দের শতকরা প্রায় ১০ ভাগ এবং স্থানীয় সরকার বিভাগের জন্য বরাদ্দের শতকরা ৬০ ভাগ।

এলজিইডির জন্য প্রতি বছর এডিপি বরাদ্দ বাড়ছে। একইসঙ্গে এর ব্যয় সক্ষমতাও বাড়ছে। গত ২০১৩-১৪ অর্থবছরের তুলনায় ২০১৪-১৫ অর্থবছরে বরাদ্দ বেড়েছে ১,৮৬০ কোটি টাকা। আবার ২০১৪-১৫ অর্থবছরের তুলনায় ২০১৫-১৬ অর্থবছরে এ বরাদ্দ বেড়েছে প্রায় ৯৮৬ কোটি টাকা।

এডিপি বাস্তবায়নে এলজিইডির এ সাফল্য প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার এক অনন্য নজির। কার্যকর পরিকল্পনা, নিবিড় পরিবীক্ষণ এবং স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের মধ্যে আন্তঃসমন্বয় এ লক্ষ্য অর্জনকে সহজ করেছে। নিবেদিত ও প্রতিশ্রুতিশীল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মিলিত প্রয়াসে এলজিইডি নিজেকে গতিশীল প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছে। আজ সরকার ও উন্নয়ন সহযোগীদের কাছে এলজিইডি একটি স্বতন্ত্র ব্র্যান্ড।

সময়ের পরিক্রমায় এলজিইডির কাজের ব্যাপ্তি বেড়েছে। কেবল প্রকৌশলগত বিষয় নয়, আর্থ-সামাজিক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে এলজিইডি নিবিড়ভাবে কাজ করছে। দারিদ্র্য বিমোচন, পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন, জেন্ডার সমতা ও নারীর ক্ষমতায়নের মত বিষয়গুলো কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত করে তা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

এলজিইডি আজ বৃহৎ পরিসরে অবকাঠামো উন্নয়নের কাজ শুরু করেছে। মগবাজার ফ্লাইওভারের মত বড় প্রকল্প ও দীর্ঘ সেতু নির্মাণে দক্ষতার নজির রেখে চলেছে। পাশাপাশি স্থানীয় পর্যায়ে ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে কারিগরি সহায়তাও দিচ্ছে। একইসঙ্গে এসব প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পৃক্তদের দক্ষতা বৃদ্ধি করে মানবসম্পদ উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে।

এলজিইডি জনঅংশগ্রহণের ভিত্তিতে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করে থাকে। কারণ, জনঅংশগ্রহণ ছাড়া টেকসই পরিকল্পনা প্রণয়ন সম্ভব নয়। আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার, জিআইএসভিত্তিক পরিকল্পনা, ইন্টারনেট ও মোবাইল যোগাযোগ, ইলেক্ট্রনিক পরিচালন পদ্ধতিতে সরকারি ক্রয় (ইজিপি) এলজিডির কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করেছে। কর্মপ্রবাহ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াকে অধিকতর গতিশীল করতে ইন্টিগ্রেটেড ডিসিশন সাপোর্ট সেন্টার ও সমন্বিত ডাটা সেন্টার প্রতিষ্ঠা করতে যাচ্ছে।

এলজিইডি অবকাঠামোগত উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে পরিবেশ ও সামাজিক সুরক্ষানীতি অনুসরণ করে কাজ করছে। এক্ষেত্রে অত্যাবশকীয় ও অপরিহার্য সকল জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নীতিমালা ও আইন অনুসরণ করে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

মানবসম্পদের দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে এলজিইডি নিয়মিত দেশে-বিদেশে প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের ব্যবস্থা করে থাকে। ফলে কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা নতুন ধ্যান-ধারণা ও প্রযুক্তির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন, যা পেশাগত উৎকর্ষ অর্জনে বিশেষ ভূমিকা রাখছে। পেশাগত দক্ষতা বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিসহ প্রকল্পভিত্তিক উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে মূল শক্তি হিসেবে কাজ করছে। এলজিইডি ক্রমশ নিজেকে সমৃদ্ধ করে আরও এগিয়ে যেতে চায়। ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করতে এলজিইডি নিরলস কাজ করে যাচ্ছে।

২০১৫-১৬ অর্থবছরে এডিপি বাস্তবায়নে এলজিইডির সাফল্যঃ অগ্রগতি ৯৯.৪১%

২০১৫-১৬ অর্থবছরে সরকারের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়নে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর ৯৯.৪১ শতাংশ অগ্রগতি অর্জন করেছে। সম্প্রতি শেষ হওয়া অর্থবছরে এলজিইডির এডিপি বাস্তবায়ন লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছিল ৮,৩৮১ কোটি টাকা। সংশোধিত এডিপিতে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৮,৯৫৩ কোটি টাকা। এই বরাদ্দের মধ্যে সরকারের নিজস্ব অর্থের পরিমাণ ৫,৮৮৫ কোটি এবং প্রকল্প সাহায্য ৩,০৬৮ কোটি টাকা। ১১৬টি বিনিয়োগ ও ৪টি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বাংলাদেশ সরকার থেকে এই অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হয়। গত ২০১৫-১৬ অর্থবছরে এলজিইডি মোট ৮,৯০০ কোটি টাকা ব্যয় করতে সক্ষম হয়, যা মোট বরাদ্দের (সংশোধিত এডিপির) ৯৯.৪১ শতাংশ। উল্লেখ্য, গত ২০১৪-১৫ অর্থবছরে এডিবি বাস্তবায়ন অগ্রগতি ছিল ৯৯.২০ শতাংশ।

প্রকৌশলী কামরুল ইসলাম সিদ্দিক এর ৮ম মৃত্যু বার্ষিকী পালন

গত ১ সেপ্টেম্বর ২০১৬ এলজিইডি সদর দপ্তরে দোয়া ও মিলাদ মাহফিলের মধ্য দিয়ে এলজিইডির সাবেক প্রধান প্রকৌশলী কামরুল ইসলাম সিদ্দিক এর ৮ম মৃত্যু বার্ষিকী পালিত হয়েছে। দেশ বরেণ্য এই প্রকৌশলী ২০ জানুয়ারি ১৯৪৫ সালে কুষ্টিয়া জেলায় জন্ম গ্রহণ করেন। ২০০৮ সালের ১ সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের নিউজার্সিতে ইন্তেকাল করেন। প্রকৌশলী কামরুল ইসলাম সিদ্দিক ১৯৬৬ সালে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ স্নাতক এবং ১৯৭৯ সালে যুক্তরাজ্যের শেফিল্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আরবান এন্ড রিজিওনাল প্লানিং এর ওপর স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জন করেন। ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। তাঁর বহুমাত্রিক প্রতিভা, কর্মদক্ষতা ও দূরদৃষ্টি তাঁকে স্মরণীয় করে রেখেছে বাংলাদেশের মানুষের মনে।

পল্লি সড়ক ও কালভার্ট রক্ষণাবেক্ষণ এবং প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্পের পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত

পর্যালোচনা সভায় মঞ্চে উপবিষ্ট এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী শ্যামা প্রসাদ অধিকারী, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আবুল কালাম আজাদ, মোঃ মহসীন, মোঃ জয়নাল আবেদীন ও মোঃ আনোয়ার হোসেন

১৬ জুলাই ২০১৬ এলজিইডি সদর দপ্তরে এলজিইডির পল্লি সড়ক ও কালভার্ট রক্ষণাবেক্ষণ এবং প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্পের পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতির বক্তব্যে এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী শ্যামা প্রসাদ অধিকারী বলেন, গত ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের তুলনায় এ বছর সড়ক রক্ষণাবেক্ষণে ৮০ কোটি টাকা বেশি বরাদ্দ রয়েছে। তিনি সঠিকভাবে কাজের প্রাক্কলন প্রস্তুত এবং কাজের গুণগতমান বৃদ্ধির ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। স্বাগত বক্তব্যে অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (বাস্তবায়ন) মোঃ আবুল কালাম আজাদ বলেন, চলতি অর্থবছরে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হবে, এর মধ্যে তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প অন্যতম। ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের এডিপিতে এই প্রকল্পের বিপরীতে ১৯৪৮ কোটি টাকা বরাদ্দ আছে। এলজিইডির অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (রক্ষণাবেক্ষণ) মোঃ জয়নাল আবেদীন বলেন, ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে পল্লি সড়ক রক্ষণাবেক্ষণে বরাদ্দ ছিল ১০৭৫ কোটি টাকা, যার শতভাগ সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। বর্তমান ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে ১,১৫৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

এলজিইডি সদর দপ্তরের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আনোয়ার হোসেন ও মোঃ মহসীন, বিভাগীয় অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীবৃন্দ, সদর দপ্তর ও অঞ্চলের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বিভিন্ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক, ৬৪ জেলার নির্বাহী প্রকৌশলীসহ সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী ও সহকারী প্রকৌশলীগণ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

এগিয়ে চলছে বহুমুখী দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প

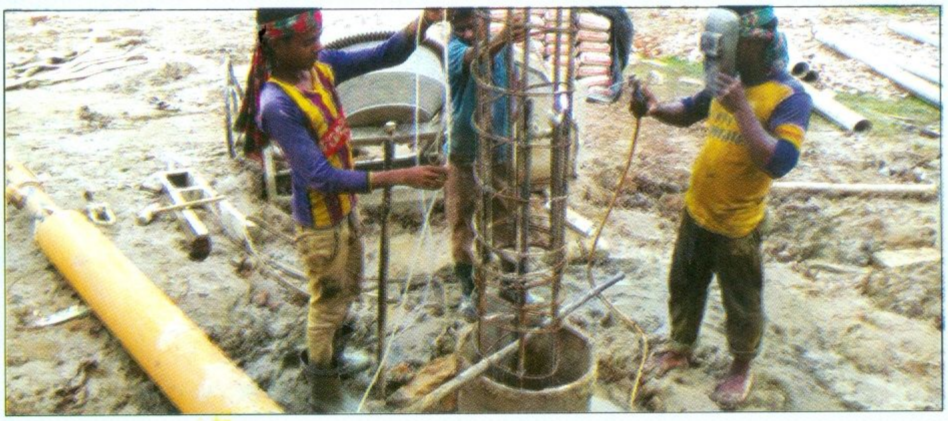

এলজিইডি ২০১৫ সালের মার্চ থেকে উপকূলীয় জেলাসমূহে বহুমুখী দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পের কাজ শুরু করেছে। এই প্রকল্পের লক্ষ্য দুর্যোগের কবল থেকে মানুষ, প্রাণি ও অন্যান্য সম্পদ রক্ষা করা এবং দুর্যোগ পরবর্তী জনজীবন ও প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম সচল রাখা। প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত জেলাগুলো হলো বরিশাল, ভোলা, পটুয়াখালী, পিরোজপুর, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, ফেনী, নোয়াখালী ও লক্ষ্মীপুর। গৃহীত কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে ৫৫৬টি নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয় কাম সাইক্লোন শেল্টার নির্মাণ, ৪৫০টি প্রাথমিক বিদ্যালয় কাম সাইক্লোন শেল্টার পুনর্বাসন, আপদকালীন সাইক্লোন শেল্টারে যোগাযোগের জন্য ৫৫০ কিলোমিটার সংযোগ সড়ক নির্মাণ এবং দুর্যোগকালীন দ্রুত সাইক্লোন শেল্টারে পৌঁছানোর জন্য সংযোগ সড়কে ৫০০ মিটার ব্রিজ-কালভার্ট নির্মাণ। প্রতিটি আশ্রয়কেন্দ্রের ধারণ ক্ষমতা প্রায় ১৪০০ জন। এছাড়াও প্রতিটি আশ্রয়কেন্দ্রে কমপক্ষে ২০০ গবাদিপশু রাখার ব্যবস্থা থাকছে। আশ্রয়গ্রহণকারী নারী-পুরুষের জন্য আলাদা টয়লেটের ব্যবস্থা থাকবে। গর্ভবতী নারীদের জন্য আলাদা কক্ষের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। গবাদিপশু দ্রুত উঠানো-নামানোর জন্য র‍্যাম্পের ব্যবস্থা রয়েছে। প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র রাখার জন্য স্টোররুমের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। আলোর প্রয়োজন মেটাতে সৌর বিদ্যুৎ এবং আপদকালীন শেল্টারে আশ্রয়গ্রহণকারীদের সুপেয় পানির প্রয়োজন মেটাতে টিউবওয়েল ও রেইনওয়াটার হারভেসটিং ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখতে সাইক্লোন শেল্টারের মাঠের চারপাশে বৃক্ষরোপণ করা হবে। ক্লাসরুমের মেঝেতে থাকবে টাইলস। ৩টি ভিন্ন ডিজাইনে সাইক্লোন শেল্টার নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। প্রতিটি ভবন ৪তলা পর্যন্ত ঊর্ধ্বমুখি সম্প্রসারণের ভিত্তিস্থাপন করে ৩ তলা পর্যন্ত ভবন নির্মাণ করা হবে। ঘণ্টায় বাতাসের গতিবেগ ২৬০ কিলোমিটার এবং রিখটার স্কেলে ৭ মাত্রার ভূমিকম্প সহনীয় করে ভবনগুলো নির্মাণ করা হচ্ছে।

পারফরমেন্স বেইজড মেইনটেন্যান্স কন্ট্রাক্ট (পিবিএমসি)ঃ গ্রামীণ সড়ক রক্ষণাবেক্ষণে নতুন পদক্ষেপ

পিবিএমসির আওতায় নারী শ্রমিকেরা টাঙ্গাইলে সড়ক রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করছেন

পারফরমেন্স বেইজড মেইনটেন্যান্স কন্ট্রাক্ট (পিবিএমসি) গ্রামীণ সড়ক রক্ষণাবেক্ষণে একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগ। এ পদ্ধতিতে তাৎক্ষণিকভাবে ন্যূনতম সংস্কারের মাধ্যমে সড়ক সার্বক্ষণিক চলাচলের উপযোগী রাখা হয়। এটি ফলাফলনির্ভর সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ পদ্ধতি, যেখানে সড়কে চলাচলের উপযোগিতা ও মানের ভিত্তিতেই কাজের মূল্যায়ন করা হয়।

বাংলাদেশ সরকার ও বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের (এলজিইডি) তত্ত্বাবধানে ২০১২ সাল থেকে বাস্তবায়িত হচ্ছে সেকেন্ড রুরাল ট্রান্সপোর্ট ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (আরটিআইপি-২)। এ প্রকল্পের আওতায় ২০১৩ সাল থেকে আট জেলায় ১৪টি কন্ট্রাক্টের মাধ্যমে পিবিএমসি মডেল বাস্তবায়িত হচ্ছে। পিবিএমসির আওতায় নারীদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। এ প্রকল্পের অধীন ৪২৮ জন নারী শ্রমিক আটটি জেলায় ৪২৮ কিলোমিটার সড়ক রক্ষণাবেক্ষণে কাজ করছেন, যা তাদের জীবনমান উন্নয়নে ইতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

উল্লিখিত নারীদের একজন কুন্তি রবিদাস (৪০)। দলিত সম্প্রদায়ের কুন্তি মৌলভীবাজার জেলার রাজনগর উপজেলার প্রত্যন্ত গ্রামে বাস করেন। তিনি স্থানীয় গ্রামীণ সড়ক রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করছেন। সপ্তাহে ছয়দিন কাজ করে মাসে ৪,৫০০ টাকা আয় করেন।

পিবিএমসির আওতায় কর্মরত নারী শ্রমিকেরা মাসিকভিত্তিতে বেতন পান এবং তা লেনদেনের জন্য তারা ব্যাংকে একাউন্ট খোলার সুযোগ পেয়েছেন। 'আমার একটা ব্যাংক একাউন্ট আছে, যেখানে আমি প্রতি মাসে ১৫০০ টাকা করে সঞ্চয় করি'- কথাগুলো বলছিলেন সিলেটের গোলাপগঞ্জ উপজেলার পিবিএমসি কর্মী সখি বেগম।

পিবিএমসির আওতায় নরসিংদী জেলার রায়পুরা উপজেলায় ১৯.৫ কিলোমিটার সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ করা হচ্ছে । সড়কের গাড়ি চালকেরা কাজের মান নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন। নজরুল ইসলাম রায়পুরা ও নরসিংদির মধ্যে সপ্তাহে তিনবার যাতায়াত করেন। তিনি জানান, গত দেড় বছরে গাড়ি চালানোর জন্য সড়কটি খুব ভালো অবস্থায় পেয়েছি।

স্থানীয় জনগণও সড়কের মান নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন। রায়পুরা উপজেলার আমিরগঞ্জ ইউনিয়নের চেয়ারম্যান নাসিরউদ্দীন খান বলেন, 'এ সড়কটি এখন নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়। ছোটখাটো কোনো সংস্কারের প্রয়োজন হলে তা তাৎক্ষণিকভাবে করা হচ্ছে। আমরা মানসম্মত সড়ক পেয়ে খুব খুশি। এ পদ্ধতিতে গ্রামীণ সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ প্রচলিত ধারার রক্ষণাবেক্ষণের তুলনায় বেশি কার্যকর'।

সড়ক উন্নয়ন বিষয়ে শেরপুর জেলার ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠির সঙ্গে মতবিনিময়

সেকেন্ড রুরাল ট্রান্সপোর্ট ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (আরটিআইপি-২) এর অধীন শেরপুর জেলার ঝিনাইগাতি উপজেলায় ঝিনাইগাতি জিসি থেকে নতুন বাজার ভায়া বাকাকুড়া বাজার সড়ক উন্নয়ন উপ-প্রকল্পের কাজ এগিয়ে চলেছে। এ উপ-প্রকল্প সংলগ্ন পাঁচটি গ্রামে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠির প্রায় ৩ হাজার মানুষের বসবাস। এরা প্রধানত গারো, কোচ ও হাজং নৃ-গোষ্ঠির অন্তর্ভুক্ত।

ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠির কাছে নির্মাণাধীন সড়কের উপযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আরটিআইপি-২ ট্রাইবাল পিপলস প্ল্যান তৈরির উদ্যোগ নিয়েছে। শেরপুর জেলা এলজিইডির উদ্যোগে গত ২৫ জুলাই ২০১৬ বাকাকুড়া আদিবাসী গির্জা স্কুল মাঠে এক মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ঝিনাইগাতি ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান নবেশ খুকসি। সভায় ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠির প্রায় ৬০০ মানুষ অংশগ্রহণ করেন।

ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠির প্রতিনিধিরা জানান, এ সড়ক নির্মাণ হলে এলাকার জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে, যোগাযোগ সহজ হবে ও নতুন ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ সৃষ্টি হবে। সভায় অংশগ্রহণকারীরা সড়ক সংলগ্ন স্কুলগুলোতে সীমানা প্রাচীর নির্মাণ, কমিউনিটির সঙ্গে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে সড়কে বৃক্ষরোপণ ও সংযোগ সড়ক নির্মাণের সুপারিশ করেন।

সভায় শেরপুর জেলার এলজিইডির নির্বাহী প্রকৌশলী ভাস্কর কান্তি চৌধুরী জানান, এলাকার জীবনমান উন্নয়নে এলজিইডি পর্যায়ক্রমে সংযোগ সড়কগুলো নির্মাণ করবে।

মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখছেন ঝিনাইগাতি ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান নবেশ খুকসি

ইউজিআইআইপি-৩ঃ এডিবি পরামর্শক মিশন

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্পের (ইউজিআইআইপি-৩) জন্য প্রস্তাবিত অতিরিক্ত অর্থায়ন সম্পর্কিত এডিবির কনসালটেশন মিশন গত ২৫-২৮ জুলাই ২০১৬ অনুষ্ঠিত হয়। মিশন চলমান জলবায়ু সহনশীল নগর পরিকল্পনার অগ্রগতি এবং ইউজিআইআইপি-৩ ও কোস্টাল টাউন এনভায়রনমেন্ট ইমপ্রুভমেন্ট প্রকল্পে (সিটিইআইপি) অতিরিক্ত অর্থায়ন বিষয়ক টিএ ৮৯১৩ প্রকল্পের কার্যক্রমের অগ্রগতি সংক্রান্ত আলোচনায় অংশ নেয়। এলজিইডি সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত জলবায়ু পরিবর্তন নিরূপণ ও জলবায়ু সহনশীল নগর পরিকল্পনা সংক্রান্ত অবহিতকরণ কর্মশালায়ও মিশন অংশ নেয়। গত ২৮ জুলাই ২০১৬, ইআরডির যুগ্মসচিব (এডিবি উইং) সাইফুদ্দিন আহমদ এর সভাপতিত্বে র‌্যাপ-আপ সভা অনুষ্ঠিত হয়। মিশন প্রকল্প প্রস্তুতির কার্যক্রমের সাফল্যজনক অগ্রগতিতে সন্তোষ প্রকাশ করে।

নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্পঃ এডিবি রিভিউ মিশন

গত ১৯-২৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের রিভিউ মিশন নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প এর কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করে। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের বাংলাদেশ আবাসিক মিশনের জ্যেষ্ঠ প্রকল্প কর্মকর্তা (নগর অবকাঠামো) এলমা মোর্শেদা মিশনে নেতৃত্ব দেন। মিশনে কেএফডব্লিউ এবং সিডা'র প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। মিশন খুলনা সিটি কর্পোরেশন, যশোর, ঝিকরগাছা, ও নওয়াপাড়া পৌরসভায় নির্মাণ কাজ সরেজমিনে পরিদর্শন করে এবং কাজের অগ্রগতি ও গুণগত মান নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করে। গত ২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৬ স্থানীয় সরকার বিভাগে অনুষ্ঠিত র‌্যাপ-আপ সভার মধ্য দিয়ে মিশনের কার্যক্রম শেষ হয়।

মিশন প্রকল্পের উন্নয়ন কাজ পরিদর্শন করছে

পিএসএসডব্লিউআরএসপি ঃ এডিবি-ইফাদ-জিওবি জয়েন্ট লোন রিভিউ মিশন

গত ১১-১৪ জুলাই ২০১৬ অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্পের এডিবি-ইফাদ-জিওবি জয়েন্ট লোন রিভিউ মিশন অনুষ্ঠিত হয়। মিশন পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর, গাইবান্ধা, নওগাঁ, রাজশাহী ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার ৮টি উপ-প্রকল্পের অবকাঠামো উন্নয়ন ও পাবসস'র প্রাতিষ্ঠানিক কর্মকাণ্ড পরিদর্শন করে। পরিদর্শনকালে ঠাকুরগাঁও ও পঞ্চগড় এলাকার সংসদ সদস্য বেগম সেলিনা জাহান লিটা উপস্থিত ছিলেন।

ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)ঃ জাইকা ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং মিশন

গত ১৮-২৩ সেপ্টেম্বর ফিলিপাইনের ম্যানিলাতে ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) বাস্তবায়ন বিষয়ে জাইকা'র ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং মিশনের আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে স্থানীয় সরকার বিভাগ ও এলজিইডি অংশ নেয়। সভায় প্রস্তাবিত প্রকল্পে সহায়তা প্রদানে জাইকা নীতিগত সম্মতি প্রদান করে।

প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহার করে ক্ষুদ্রাকার সেচ কার্যক্রম বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন করা। এই প্রকল্পের আওতায় রংপুর, ঢাকা, ময়মনসিংহ, সিলেট ও চট্টগ্রাম বিভাগের ৩৭টি জেলায় ৩০০টি নতুন ও ১৬০টি পুরাতন উপ-প্রকল্প পুনর্বাসন ও বর্ধিতকরণ কার্যক্রম গ্রহণের পরিকল্পনা রয়েছে।

জাইকা প্রতিনিধি ইয়ামোওকা মামী এবং ওকো তাকেবাইয়াসি এবং এলজিইডির অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী মোঃ জয়নাল আবেদীন, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ইফতেখার আহমেদ, স্থানীয় সরকার বিভাগের উপ-সচিব সরোজ কুমার নাথ ও প্রকল্প পরিচালক গোপাল কৃষ্ণ দেবনাথ আলোচনা সভায় অংশ নেন। সভায় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) এর ঋণচুক্তি আগামী জুন, ২০১৭ এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজ আগামী ডিসেম্বর ২০১৭ এর মধ্যে শুরুর বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিসিআরআইপি ঃ ইফাদ-জিওবি যৌথ মিশন

দেওয়ান এ, এইচ আলমগীর এর নেতৃত্বে ইফাদ ও জিওবি যৌথ মিশন গত ২০-৩০ জুলাই ২০১৬ কোস্টাল ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রকল্পের (সিসিআরআইপি) কার্যক্রম পরিদর্শন করে। মিশন প্রকল্প এলাকার ১৫টি উপজেলায় বাস্তবায়নাধীন রাস্তা ও মার্কেট উন্নয়ন কাজ সরেজমিনে পরিদর্শন করে। এ সময় স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি ও মার্কেট ম্যানেজমেন্ট কমিটির সঙ্গে আলোচনা হয়। সভায় কাজের অগ্রগতি সমস্যা ও সম্ভাবনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। মিশন প্রকল্পের অগ্রগতিতে সন্তোষ প্রকাশ করে এবং স্থানীয় সরকার বিভাগে অনুষ্ঠিত সভায় একটি প্রতিবেদন উপস্থাপন করে। প্রতিবেদনে সিসিআরআইপিকে বাংলাদেশে ইফাদ অর্থায়নে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকল্প হিসেবে উল্লেখ করা হয়। ইআরডির যুগ্ম সচিব সরওয়ার মাহমুদ মিশনে যোগ দেন।

এমজিএসপিঃ বিশ্বব্যাংক বাস্তবায়ন পর্যালোচনা সহায়ক মিশন

মিউনিসিপ্যাল গভার্ন্যান্স এ্যান্ড সার্ভিসেস প্রজেক্ট (এমজিএসপি) এর ওপর বিশ্বব্যাংকের পঞ্চম বাস্তবায়ন পর্যালোচনা সহায়ক মিশন সম্পন্ন হয়েছে। গত ১৪-২৪ আগস্ট ২০১৬ এ মিশন পরিচালিত হয়। মিশনের উদ্দেশ্য ছিল প্রকল্প পুনর্গঠন, অগ্রগতি মূল্যায়ন ও প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যে সব সমস্যা রয়েছে তা সমাধান করা। মিশনে নেতৃত্ব দেন বিশ্বব্যাংকের সিনিয়র আরবান স্পেশালিস্ট ও টাস্ক টিমলিডার ক্রিস্টোফার টি. পাবলো। স্থানীয় সরকার বিভাগে গত ১৪ আগস্ট ২০১৬ কিক-অফ সভার মাধ্যমে মিশনের কার্যক্রম শুরু হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব আবদুল মালেক।

মিশন এমজিএসপির পিএমইউ, এমএসইউ এবং এলজিইডির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণের সঙ্গে আলোচনায় মিলিত হয়। গত ২৪ আগস্ট র‌্যাপ-আপ সভায় মিশন প্রকল্পের সার্বিক কার্যক্রমে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করে।

নকশী কাঁথা বুনন কৌশল বিষয়ে প্রশিক্ষণ

অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্পের (পিএসএসডব্লিউআরএসপি) আওতায় গত ২৯ জুলাই ২০১৬ ফরিদপুর জেলার এলজিইডি অডিটরিয়ামে জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে আয়বর্ধনমূলক কার্যক্রম 'নকশী কাঁথা বুনন কৌশল' শীর্ষক প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করেন স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী খন্দকার মোশাররফ হোসেন, এমপি। এ সময় উপস্থিত ছিলেন ফরিদপুরের পুলিশ সুপার মোঃ জামিল হাসান, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সাধারণ) ডঃ আবু নাঈম মোঃ আবদুছ ছবুর, ফরিদপুর অঞ্চলের এলজিইডির তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ফারুক আহমেদ, পিএসএসডব্লিউআরএসপি এর প্রকল্প পরিচালক শেখ মোহাঃ নূরুল ইসলাম, ফরিদপুর সদর উপজেলা চেয়ারম্যান খন্দকার মোহতেসাম হোসেন (বাবর) এবং ফরিদপুর জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আব্দুর রশীদ।

হাওড় অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্পের কর্মশালা

গত ১১ আগস্ট ২০১৬ হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্পের লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক ও জেন্ডার অ্যাকশন প্ল্যান পুনর্মূল্যায়নের জন্য এলজিইডি সদর দপ্তরে দিনব্যাপী এক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় প্রধান অতিথি ছিলেন এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী শ্যামা প্রসাদ অধিকারী। হাওড় অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্পের লক্ষ্য হলো, হাওড় অঞ্চলের জনগণের দারিদ্র্য হ্রাসে কার্যকর ভূমিকা পালন করা এবং সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠি হিসেবে নারীর ক্ষমতায়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা।

প্রকল্প পরিচালক সেখ মোহাম্মদ মহসিন কর্মশালায় প্রকল্পের বর্তমান কার্যক্রম উপস্থাপন করেন। প্রধান প্রকৌশলী আশা প্রকাশ করেন জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবেলা ও অভিযোজন প্রক্রিয়ায় এই প্রকল্প সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

ইউজিআইআইপি-৩ এর উইন্ডো বি তে অন্তর্ভুক্তির জন্য কর্মশালা

উন্নয়নকে টেকসই করতে হলে পৌরসভার পরিচালন ব্যবস্থার ওপর জোর দিতে হবে। এক্ষেত্রে জনপ্রতিনিধি হিসেবে পৌর মেয়রদের অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। ২৪ আগস্ট ২০১৬, এলজিইডি সদর দপ্তরে ইউজিআইআইপি-৩, উইন্ডো বি তে অন্তর্ভুক্তির জন্য আগ্রহী পৌরসভার মেয়র, নির্বাহী প্রকৌশলী ও সচিবদের জন্য আয়োজিত কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা) মোঃ আনোয়ার হোসেন এ কথা বলেন। তিনি আরো বলেন, নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্পের বিশেষত্বের কারণে আজ দেশের অনেক পৌরসভার চিত্র বদলে গেছে। এক্ষেত্রে প্রকল্পের নগর পরিচালন উন্নতিকরণ কার্যক্রম (ইউজিআইএপি) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তিনি বর্তমান সরকার ঘোষিত ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ ও ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করার ক্ষেত্রে মেয়রদের ইউজিআইএপি বাস্তবায়নে সক্রিয় হওয়ার পরামর্শ দেন। স্বাগত বক্তব্যে ইউজিআইআইপি-৩ এর প্রকল্প পরিচালক মোঃ শফিকুল ইসলাম আকন্দ ইউজিআইআইপি-২ এর সাফল্যের কথা উল্লেখ করে বলেন, দেশের অধিকাংশ পৌরসভার কাছে এ প্রকল্পটি এখন সুপরিচিত। শুধুমাত্র অবকাঠামো উন্নয়ন নয়, পরিচালন ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে পৌরসভার নিজস্ব আয় বাড়িয়ে স্বনির্ভর হওয়ার ক্ষেত্রে এ প্রকল্পটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তিনি বলেন, এটি একটি শর্ত সাপেক্ষ প্রকল্প। শর্ত বাস্তবায়নের সাফল্যের ভিত্তিতেই এ প্রকল্প কাজ করে থাকে। মূলত পৌরসভাকে স্বাবলম্বী করাই এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য।

২৪ আগস্ট ২০১৬, এলজিইডি সদর দপ্তরে ইউজিআইআইপি-৩ এর উইন্ডো বি তে অন্তর্ভুক্তির জন্য আগ্রহী পৌরসভার মেয়র, নির্বাহী প্রকৌশলী ও সচিবদের জন্য আয়োজিত কর্মশালার উদ্বোধন করেন অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা) মোঃ আনোয়ার হোসেন

তিনি আশা প্রকাশ করেন, প্রকল্পের ইউজিআইএপি অনুশীলনের মধ্য দিয়ে পৌরসভাগুলো স্বনির্ভর হবে, সুশাসন ও দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে টেকসই উন্নয়নের দিকে এগিয়ে যাবে। দিনব্যাপী কর্মশালায় প্রকল্পের উইন্ডো বি তে অন্তর্ভুক্তির জন্য আগ্রহী নয়টি পৌরসভার মেয়র, নির্বাহী প্রকৌশলী, সচিব, প্রকল্প সদর দপ্তরের কর্মকর্তা ও পরামর্শকবৃন্দ অংশ নেন।

জলবায়ু সহনশীল নগর পরিকল্পনা প্রণয়নে গুরুত্ব দিচ্ছে এলজিইডি

'জলবায়ু পরিবর্তন নিরূপণ ও জলবায়ু সহনশীল নগর পরিকল্পনা' শীর্ষক অবহিতকরণ কর্মশালার উদ্বোধন করেন এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী শ্যামা প্রসাদ অধিকারী

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত দুর্যোগ মোকাবেলা করে উপকূলীয় অঞ্চলে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে গতিসঞ্চারে সরকার বদ্ধপরিকর। এ অভিঘাত মোকাবেলায় সরকার যে ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করেছে, এলজিইডি সেসব ক্ষেত্রের সবগুলোতে কমবেশি কাজ করছে। সরকারের অন্যতম প্রধান প্রকৌশল সংস্থা হিসেবে এলজিইডি সকল অবকাঠামো উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে এই জলবায়ু পরিবর্তনজনিত দুর্যোগ মোকাবেলার বিষয়গুলো গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করছে। সম্প্রতি এলজিইডি সদর দপ্তরে তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্প (ইউজিআইআইপি-৩), কোস্টাল টাউন এনভায়রনমেন্ট ইমপ্রুভমেন্ট প্রকল্প (সিটিইআইপি) এবং এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের টিএ ৮৯১৩ পরামর্শকদের আয়োজনে 'জলবায়ু পরিবর্তন নিরূপণ ও জলবায়ু সহনশীল নগর পরিকল্পনা' শীর্ষক অবহিতকরণ কর্মশালায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। কর্মশালার উদ্বোধনী পর্বে প্রধান অতিথি এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী শ্যামা প্রসাদ অধিকারী বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিঘাত মোকাবেলায় আমরা এখনো প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছি। তথাপি এ বিষয়টিকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে এ অভিঘাত মোকাবেলায় বাস্তবানুগ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। তিনি বলেন, বন্যা ব্যবস্থাপনার জন্য সবচেয়ে জরুরি হচ্ছে ড্রেনেজ ব্যবস্থাপনার ওপর জোর দেওয়া। পৌরসভা মাস্টারপ্ল্যানে জলবায়ু পরিবর্তন ইস্যু অন্তর্ভুক্ত করা একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ বলেও তিনি উল্লেখ করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এলজিইডির অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা) মোঃ আনোয়ার হোসেন। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন এডিবি ম্যানিলা অফিসের আরবান ডেভেলপমেন্ট স্পেশালিস্ট আলেকজান্দ্রা ভোগল, এলজিইডির তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা) মোঃ খলিলুর রহমান, ইউজিআইআইপি-৩ এর প্রকল্প পরিচালক মোঃ শফিকুল ইসলাম আকন্দ, সিটিইআইপি এর প্রকল্প পরিচালক মোঃ আনোয়ার হোসেনসহ ২২টি পৌরসভার মেয়র, নির্বাহী প্রকৌশলী ও এডিবির পরামর্শকবৃন্দ।

স্বাগত বক্তব্যে ইউজিআইআইপি-৩ এর প্রকল্প পরিচালক মোঃ শফিকুল ইসলাম আকন্দ জানান, গত বছর থেকে এডিবি ৭টি শহরের উন্নয়নের জন্য অতিরিক্ত বরাদ্দ প্রদান করে, যার মধ্যে ইউজিআইআইপি-৩ এর আওতায় ৫টি ও সিটিইআইপি এর আওতায় ২টি পৌরসভা অন্তর্ভুক্ত। এডিবির পরামর্শকগণ জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিঘাত মোকাবেলায় যেসব সুপারিশ করেছেন সেগুলো প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করা হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন। এডিবির আলেকজান্দ্রা ভোগল জানান, বাংলাদেশের সাফল্যের ভিত্তিতে দক্ষিণ এশীয়ায় এ ধরণের প্রকল্পে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক সহযোগিতা প্রদান শুরু করেছে। তিনি জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিঘাত মোকাবেলায় সুষ্ঠু পদক্ষেপ গ্রহণের মধ্য দিয়ে কীভাবে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়া যায়, সে বিষয়ে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

সভাপতির বক্তব্যে এলজিইডির অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা) জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন বলেন, সরকার জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে সৃষ্ট সমস্যা গুলো গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করছে। এই কর্মশালা প্রকল্পভুক্ত পৌরসভার জলবায়ু পরিবর্তন সহনীয় অবকাঠামো উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করবে।

গ্রামীণ সড়ক পরিকল্পনা ও অগ্রাধিকার শীর্ষক কর্মশালা

এলজিইডিতে গ্রামীণ সড়ক পরিকল্পনা ও অগ্রাধিকারকরণে সুবিধাভোগীদের নিয়ে ১ম কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় ৯ আগস্ট ২০১৬। কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন রিসার্স ফর কমিউনিটি একসেস পার্টনারশীপ (রিক্যাপ) এর বাংলাদেশের চেয়ারপার্সন ও এলজিইডির অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (বাস্তবায়ন) মোঃ আবুল কালাম আজাদ। এ সময় উপস্থিত ছিলেন টাঙ্গাইল-৫ আসনের সংসদ সদস্য মোঃ ছানোয়ার হোসেন, বুয়েটের নগর অঞ্চল ও পরিকল্পনা বিভাগের প্রধান, ড. ইসরাত ইসলাম, রিক্যাপ এর ইনফ্রাস্ট্রাকচার রিসার্স ম্যানেজার লিস সাম্পসন এবং আঞ্চলিক টেকনিক্যাল ম্যানেজার চন্দ্রা শ্রেষ্ঠা প্রমুখ।

তরমুজ চাষ করে প্রদীপ সরকার এখন বড় ব্যবসায়ী

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের আওতাধীন হাওড় অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন (হিলিপ) প্রকল্পের সহায়তায় তরমুজ চাষ করে প্রদীপ সরকার এখন বড় ব্যবসায়ী। ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নাসিরনগর উপজেলার সিংহগ্রামের বাসিন্দা প্রদীপ সরকার নবম শ্রেণীতে উঠার পর দারিদ্র্যের কারণে আর লেখাপড়া করতে পারেনি। হিলিপ প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ে কর্মরত কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট ফ্যাসিলিটেটরের মাধ্যমে দুই বছর আগে দারিদ্র্যবিমোচন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সম্পর্কে জেনে প্রদীপ এলাকার অন্যান্য সুবিধাভোগীদের সমন্বয়ে গঠিত 'সিংহগ্রাম তরমুজ চাষ সিআইজি' এর সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়। সে দলের সঙ্গে একদিনের তরমুজ চাষের ওপর উৎপাদনভিত্তিক কারিগরি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। প্রশিক্ষণে তরমুজ চাষ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়, যেমন- জমি প্রস্তুতকরণ, উচ্চফলনশীল বীজ নির্বাচন, চারা উৎপাদন, রোগবালাই দমন ব্যবস্থাপনা, পোকা দমন পদ্ধতি, তরমুজের পরিচর্যা ও বিপণন ব্যবস্থা ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে সক্ষম হয়।

প্রদীপ কষ্টে জমানো ১২,০০০ টাকা দিয়ে প্রতিবেশীর কাছ থেকে ৯০ শতাংশ জমি লিজ নেয়। হিলিপ প্রকল্প তরমুজ প্রদর্শনী বাস্তবায়নের জন্য সার, বীজ, ফেরোমন ট্র্যাপসহ বিভিন্ন উপকরণ বাবদ তাকে ২২,০০০ টাকা সহায়তা দেয়। এ দিয়েই তার লিজ নেয়া জমিতে সে আধুনিক প্রযুক্তিতে গ্লোরি ও উইনাল জাতের তরমুজ চাষ শুরু করে। হিলিপ প্রকল্পের কর্মকর্তা, পরামর্শক এবং স্থানীয় উপজেলা কৃষি অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণের সার্বিক তত্ত্বাবধানে যথাযথ কারিগরী পরামর্শ নিয়ে সে চাষাবাদ করতে থাকে। তবে আকস্মিক শিলাবৃষ্টির কারণে তরমুজের প্রত্যাশিত উৎপাদন বাধাগ্রস্ত হয়। তারপরও সে ৯০ শতক জমিতে মোট ৩,৮০০ টি বিক্রয়যোগ্য তরমুজ উৎপাদন করে। প্রতিটি তরমুজ গড়ে ৩০-৩২ টাকায় বিক্রি করে সে ১,১৯,৭০০ টাকা আয় করে। খরচ বাদে তার লাভ দাঁড়ায় ৮৫,৭১৪ টাকা।

একজন সফল তরমুজ চাষী প্রদীপ সরকার

প্রদীপ তরমুজ বিক্রয়লব্ধ অর্থ দিয়ে তরমুজ চাষের পাশাপাশি স্থানীয় সিংহগ্রাম হাটে বীজ ও কীটনাশকের দোকান দেয়। সে এখন কৃষকদের পরামর্শক হিসেবে কাজ করছে। মৌসুমে সার, বীজ ও কৃষিপণ্য বিক্রি করে প্রতিদিন গড়ে সে ৩,০০০-৩,৫০০ টাকা আয় করছে। তার মূলধন এখন ১৮ লক্ষ টাকা। বিগত ১৩-২৭ মে, ২০১৬ ইন্টারন্যাশনাল ফান্ড ফর এগ্রিকালচারাল ডেভেলপমেন্ট (ইফাদ) মিডটার্ম রিভিউ মিশন প্রকল্প পরিদর্শনকালে প্রদীপ সরকারের সাফল্য দেখে সন্তোষ প্রকাশ করে।

ঝালকাঠির রেকছনা বেগমের দিন বদলের গল্প

রেকছনা বেগমের সাত সদস্যের পরিবার। অসুস্থ স্বামী, তিন সন্তান ও বৃদ্ধ পিতা-মাতা নিয়ে তার সংসার। স্বামী যেদিন কাজ করে সেদিন চুলা জ্বলে। না হলে সবাইকে না খেয়ে থাকতে হয়। কখনও কখনও অন্যের বাসায় কাজ করে যা সামান্য আয় করে তা দিয়ে সংসার চালাতে হয়। দু'মুঠো খাবার যেখানে অনিশ্চিত সেখানে ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠানো নিতান্তই দুঃসাহসী কাজ ছিল রেকছনার কাছে। একদিন রেকছনা জানতে পারে এলজিইডির রুরাল এমপ্লয়মেন্ট এন্ড রোড মেইনটেন্যান্স প্রোগ্রাম-২ (আরআইআরএমপি-২) এর আওতায় ঝালকাঠি জেলার রাজাপুর উপজেলায় দুই বছর মেয়াদী রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ ও বৃক্ষ পরিচর্যার জন্য লোক নিয়োগ করা হবে। মাইকে লোক নিয়োগের খবর শুনে সে নির্ধারিত দিনে জাতীয় পরিচয়পত্র নিয়ে ইউনিয়ন পরিষদে লাইনে দাঁড়ায় এবং রাজাপুর ইউনিয়ন থেকে নারীকর্মী হিসেবে কাজের জন্য নির্বাচিত হয়।

এ কাজের সুযোগ তার জীবন বদলে দেয়। রেকছনা জানায়, বর্তমানে তার তিন ছেলেমেয়ের মধ্যে দু'জন স্কুলে পড়াশুনা করছে। বড় ছেলে একটি ফার্নিচারের দোকানে কাজ করে। রেকছনা তার বেতনের টাকার কিছু অংশ প্রতিমাসে জমিয়ে প্রথমে একটি ছাগল কেনে। প্রথম বছর শেষে ছাগলের সংখ্যা দাঁড়ায় চার-এ। পরবর্তী বছর একটি ছাগল রেখে অন্যগুলো বিক্রি করে তার সঙ্গে জমানো টাকা যোগ করে একটি গাভী কেনে। বর্তমানে তার গরুর সংখ্যা ৪টি। প্রতিদিন তিন কেজি দুধ বিক্রি করে। জমানো টাকায় স্বামীর চিকিৎসা করে তাকে সুস্থ করে তোলে।

প্রকল্প শেষে রেকছনা সঞ্চয়ের যে অর্থ পেয়েছে তা বাড়ির পাশে মজা পুকুর পরিস্কার করে মাছ চাষ এবং পুকুর পাড়ে শাকসবজি চাষ শুরু করে। সরেজমিনে দেখা যায়, বাড়ির আঙিনায় যে সবজি উৎপাদিত হয় তা দিয়েই তার সংসার চলে। হাঁস-মুরগী পালন করে যে বাড়তি আয় হচ্ছে, তা পরিবারের আমিষের চাহিদা পূরণ করছে। সম্প্রতি সে বসতবাড়ির কাজ শুরু করেছে।

রেকছনা বেগম স্বামী, তিন সন্তান ও বৃদ্ধ পিতা-মাতা নিয়ে এখন বেশ ভালো আছে।

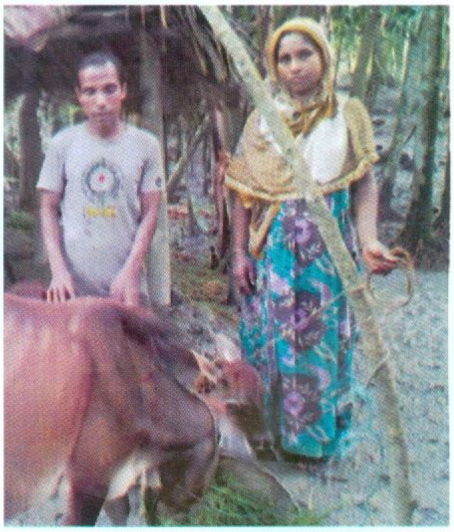

রেকছনা বেগমের আয়বর্ধক কার্যক্রম

ইউজিআইআইপি-৩ উইন্ডো-এ ভুক্ত ৩১টি পৌরসভার মেয়র, প্রকৌশলী এবং সচিবদের ওরিয়েন্টেশন কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী শ্যামা প্রসাদ অধিকারী

সরকার নগরায়ণের ওপর গুরুত্ব দিচ্ছে

– প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি

মানুষের আয়বৃদ্ধির সাথে সাথে নাগরিক চাহিদাও বাড়বে এটাই স্বাভাবিক, আর সেকারণেই সরকার নগরায়ণের ওপর গুরুত্ব দিচ্ছে- তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প আয়োজিত প্রকল্পের উইন্ডো-এ এর আওতাভুক্ত ৩১টি পৌরসভার মেয়র, প্রকৌশলী এবং সচিবদের ওরিয়েন্টেশন কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী শ্যামা প্রসাদ অধিকারী এ কথা বলেন। তিনি আরও বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি, যার সুফল ইতিমধ্যেই জাতি পেতে শুরু করেছে। আমাদের মাথাপিছু আয় বেড়েছে, যা আগামী পাঁচ বছরে হয়তো দ্বিগুণ হবে। তিনি বলেন, আমাদের লক্ষ্য হলো, সেবা প্রদান ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পৌরসভার স্বনির্ভরতা অর্জনে সহায়তা করা।

কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্যে ইউজিআইআইপি-৩ এর প্রকল্প পরিচালক মোঃ শফিকুল ইসলাম আকন্দ, বিগত এমপিআরসি সভায় প্রকল্পভুক্ত ৩১টি পৌরসভা প্রকল্পের প্রথম ধাপের কাজ সফলভাবে সম্পন্ন করে দ্বিতীয় ধাপে উত্তীর্ণ হওয়ায় মেয়র ও সংশ্লিষ্ট সবাইকে আন্তরিক অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন, প্রকল্পটি যেহেতু শর্তসাপেক্ষ তাই বিভিন্ন ধাপে এই শর্তগুলো পূরণের মধ্য দিয়েই প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়ন করতে হয়। সে ধারাবাহিকতায় বর্তমান অর্থবছর থেকে আগামী আড়াই বছরে প্রকল্পের নগর পরিচালন উন্নতিকরণ কার্যক্রম (ইউজিআইএপি) এর অ্যাডভান্স ক্রাইটেরিয়া পূরণের মধ্য দিয়ে প্রকল্পভুক্ত পৌরসভাসমূহের উন্নয়নমূলক কাজ বাস্তবায়ন করতে হবে। তিনি পৌরকর আদায়ের পরিমাণ বৃদ্ধির ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এছাড়া ভৌত কাজের গুণগতমান ও পরিমাণ যথাযথভাবে বজায় রেখে কাজ বাস্তবায়ন করার জন্য উপস্থিত মেয়রবৃন্দকে অনুরোধ করেন।

কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সভাপতি অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা) মোঃ আনোয়ার হোসেন বলেন, পৌরসভার সুশাসন নিশ্চিত করতে এটি একটি ফলপ্রসু প্রকল্প। পরিচালন ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য দক্ষতা বৃদ্ধিতে প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, প্রকল্প থেকে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ব্যাপক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণ থেকে লব্ধ জ্ঞান কাজে লাগিয়ে সঠিক নিয়মে কর্মকাণ্ড পরিচালনা করলে পৌরসভার টেকসই উন্নয়ন সম্ভব। এছাড়া মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্নের কথা উল্লেখ করে বলেন, আমাদেরকে ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পরিণত হবার জন্য উন্নয়নের এই ধারা অব্যহত রাখতে হবে। ৫ সেপ্টেম্বর ২০১৬, এলজিইডি সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত দিনব্যাপী এ কর্মশালায় প্রকল্পভুক্ত ৩১টি পৌরসভার মেয়র, নির্বাহী প্রকৌশলী, সচিব, প্রকল্প সদর দপ্তরের কর্মকর্তা ও পরামর্শকবৃন্দ অংশ নেন।

ম্যানিলায় 'লোকালাইজিং গ্লোবাল এজেন্ডাস' অনুষ্ঠানে ইউজিআইআইপি-৩ কার্যক্রম উপস্থাপন

ম্যানিলায় এডিবির গভর্নেন্স থিমেটিক গ্রুপের উদ্যোগে 'লোকালাইজিং গ্লোবাল এজেন্ডাস' শীর্ষক এক অনুষ্ঠানে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের আমন্ত্রণে বাংলাদেশ থেকে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক মোঃ শফিকুল ইসলাম আকন্দ ও নীলফামারী পৌরসভার মেয়র দেওয়ান কামাল আহমেদ স্পীকার হিসেবে অংশগ্রহণ করেন।

এরপর ১০ পৃষ্ঠায়

২৭ থেকে ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৬, ম্যানিলায় অনুষ্ঠিত 'লোকালাইজিং গ্লোবাল এজেন্ডাস' শীর্ষক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন এলজিইডির তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক মোঃ শফিকুল ইসলাম আকন্দ ও নীলফামারী পৌরসভার মেয়র দেওয়ান কামাল আহমেদ

ভোগাই নদী রাবার ড্যামে নতুন ব্যাগ স্থাপন ঃ কৃষকের স্বপ্ন পূরণে আরেক ধাপ অগ্রগতি

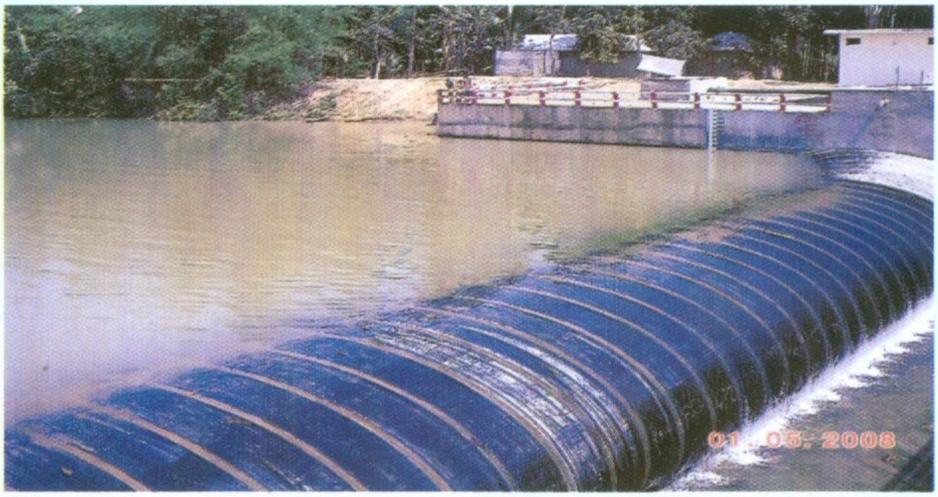

শেরপুর জেলার নালিতাবাড়ী উপজেলার ভোগাই নদী রাবার ড্যাম

কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৯৯৪-৯৫ সালে এলজিইডি পাইলট প্রকল্প হিসেবে কক্সবাজার সদর উপজেলার বাঁকখালী নদী ও ঈদগাঁও খালে ২টি রাবার ড্যাম নির্মাণ করে। এই দুটি রাবার ড্যামের সফলতায় দেশব্যাপী রাবার ড্যামের চাহিদার প্রেক্ষিতে শেরপুর জেলার নালিতাবাড়ী উপজেলায় ১৯৯৭-৯৮ অর্থবছরে ভোগাই নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ করা হয়। প্রায় ১৯ বছর যাবৎ সেচ কাজে ড্যামটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এতে এলাকার ৭টি ইউনিয়ন ও ১টি পৌরসভার প্রায় ২,৮০০ হেক্টর জমি সেচের আওতায় এসেছে। দীর্ঘ ব্যবহার ও ড্যামটির ব্যাগের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ায় ২০১৫-১৬ অর্থবছরে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে এলজিইডি রাবার ড্যাম প্রকল্পের আওতায় চীন থেকে নতুন রাবার ব্যাগ আমদানী করে তা পুনঃস্থাপন করে। ড্যামে নতুন রাবার ব্যাগ স্থাপিত হওয়ায় এলাকার কৃষকেরা অত্যন্ত আনন্দিত। তারা নবউদ্যোমে কৃষি উৎপাদন শুরু করেছে। এ ড্যামের সাহায্যে ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহার করে কৃষি উৎপাদন করা হয়, যা অর্থনৈতিক ভাবে সাশ্রয়ী। ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহারের ফলে জমির উর্বরতা ও কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। এ ড্যামের পানি গ্রাভিটি ফ্লো এর মাধ্যমে ১১টি সেচ নালায় প্রবাহিত হয়। ১০১টি লো-লিফট পাম্পের সাহায্যে সেচ কাজ পরিচালিত হয়। ড্যামটি সংশ্লিষ্ট এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে, পাশাপাশি জনগণের মধ্যে পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও কৃষকদের জীবনমান উন্নয়নে এ রাবার ড্যামটি অসামান্য অবদান রেখে চলেছে।

কান্তিনালা খাল রাবার ড্যাম সংস্কার ঃ এদিকে মৌলভীবাজার জেলার জুরী উপজেলায় ২০০৮ সালে নির্মিত কান্তিনালা খাল রাবার ড্যামটি সম্প্রতি মেরামত করা হয়েছে। এতে প্রায় ১,০০০ হেক্টর কৃষি জমি সেচের পরিপূর্ণ সুবিধা পাচ্ছে এবং এর সঙ্গে সম্পৃক্ত প্রায় ৯০০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে লাভবান হয়ে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা রাখছে।

সমাজভিত্তিক জলমহাল ব্যবস্থাপনার জন্য ভূমি মন্ত্রণালয় ও স্থানীয় সরকার বিভাগের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত

২৮ আগস্ট ২০১৬ দরিদ্র মৎস্যজীবীদের মাধ্যমে সমাজভিত্তিক জলমহাল ব্যবস্থাপনার জন্য ভূমি মন্ত্রণালয় ও স্থানীয় সরকার বিভাগের মধ্যে এক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। ভূমি মন্ত্রণালয়ের পক্ষে সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন অতিরিক্ত সচিব মোঃ আকরাম হোসেন এবং স্থানীয় সরকার বিভাগের পক্ষে স্বাক্ষর করেন অতিরিক্ত সচিব জ্যোতির্ময় দত্ত। অনুষ্ঠানে ভূমি মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ এবং এলজিইডির প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশ সরকার ও জাইকার যৌথ অর্থায়নে এলজিইডির হাওড় অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে সুনামগঞ্জ জেলায় ৪৩টি, হবিগঞ্জ জেলায় ৪২টি, নেত্রকোনা জেলায় ২৩টি, কিশোরগঞ্জ জেলায় ২৬টি এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় ৫টিসহ মোট ১৩৯টি জলমহাল দরিদ্র মৎস্যজীবীদের দ্বারা সমাজভিত্তিক ব্যবস্থাপনা করা হবে। উল্লেখ্য, ইতোপূর্বে আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিলের (ইফাদ) আর্থিক সহযোগিতায় সুনামগঞ্জ জেলায় এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়িত কমিউনিটিভিত্তিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের (সিবিআরএমপি) মাধ্যমে ৩০০টি জলমহাল ব্যবস্থাপনা করা হয়।

ইফাদ ও বাংলাদেশ সরকারের আইএমইডি কর্তৃক প্রকল্পের মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রমের আওতায় সমাজভিত্তিক বিল ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমটি প্রসারের সুপারিশ করা হয়, যার প্রেক্ষিতে জাইকা হাওড় অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থায়নে এগিয়ে আসে।

লোকালাইজিং গ্লোবাল এজেন্ডাস

৯ম পৃষ্ঠার পর

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাসহ (এসডিজি) জলবায়ু পরিবর্তন কর্মসূচিতে এশিয়া প্যাসিফিক দেশসমূহের সরকারের ভূমিকা নিশ্চিত করতে এ অঞ্চলের দেশসমূহ ও উন্নয়ন সহযোগীদের সমন্বয়ে কর্মপন্থা উদ্ভাবনের উদ্দেশ্যে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ২৮ সেপ্টেম্বর ২০১৬, মোঃ শফিকুল ইসলাম আকন্দ 'লোকালাইজিং এসডিজি ১১' শীর্ষক অধিবেশনে বৈশ্বিক কর্মসূচির আলোকে (এজেন্ডা ২০৩০, নিউ আরবান এজেন্ডা, ক্লাইমেট চেইঞ্জ) বাংলাদেশের প্রেক্ষিত এবং তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্পের প্রাসঙ্গিকতা তুলে ধরেন। এছাড়া এসডিজি ১১ এর মিথস্ক্রিয়া অধিবেশনে রিসোর্সপার্সন হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন এবং অন্যান্য অধিবেশনে অংশ নেন। এডিবি সদর দপ্তর ম্যানিলায় গত ২৭-২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৬, তিন দিনব্যাপী এ আয়োজন অনুষ্ঠিত হয়।

জাতীয় শোক দিবস ২০১৬ পালন উপলক্ষে এলজিইডিতে চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা ও দোয়া অনুষ্ঠিত

১৫ আগস্ট ২০১৬ জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে চিত্রাংকন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করছেন এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী শ্যামা প্রসাদ অধিকারী। এ সময় উপস্থিত ছিলেন এলজিইডির অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আবুল কালাম আজাদ, মোঃ জয়নাল আবেদীন, মোঃ আনোয়ার হোসেন, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মোঃ আউলাদ হোসেন প্রমুখ

১৫ আগস্ট বাঙালি জাতির জীবনে এক বিভিষীকাময় দিন। ১৯৭৫ সালের এই দিনে বাঙালি জাতি তার শ্রেষ্ঠ সন্তান সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হারায়। এ মহাননেতা একদল নরঘাতকের ঘৃণ্য চক্রান্তের শিকার হন। বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ার চেতনাকে আগামী প্রজন্মের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে প্রতিবারের মতো এবারও এলজিইডি আয়োজন করে শিশু কিশোরদের অংশগ্রহণে চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা। সারাদেশের ৬৪ জেলায় দুটি গ্রুপে প্রাথমিক প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের নিয়ে গত ১৫ আগস্ট ২০১৬ তারিখে এলজিইডি সদর দপ্তরে চূড়ান্ত প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। "ক" গ্রুপে প্রথম থেকে ৮ম শ্রেণীর শিশুদের জন্য চিত্রাংকনের বিষয় ছিলো "বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ" এবং নবম শ্রেণীর ঊর্ধ্বে কিশোর কিশোরীদের বিষয় ছিলো "১৫ আগস্টঃ বাংলাদেশের রক্তাক্তবুক"।

এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী শ্যামা প্রসাদ অধিকারী বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার এবং অংশগ্রহণকারী সকল প্রতিযোগীকে সনদ প্রদান করেন। এক সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে প্রধান প্রকৌশলী শিশু কিশোরদের উদ্দেশ্যে বলেন, তোমরা আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ। আগামীতে তোমরা দেশকে এগিয়ে নেবে সামনের দিকে। এ জন্য প্রয়োজন দেশপ্রেম। তোমরা বঙ্গবন্ধুকে পূর্ণাঙ্গভাবে জানতে পারলে, তাঁর চেতনা বুকে ধারণ করতে পারলেই সত্যিকারের দেশপ্রেমিক হতে পারবে। অনুষ্ঠান শেষে জাতির পিতাসহ ১৫ আগস্টের সকল শহীদদের আত্মার চিরশান্তি ও মাগফেরাত কামনায় দোয়া অনুষ্ঠিত হয়।

ইস্কাটন-মগবাজার ওয়্যারলেসগেট

শেষ পৃষ্ঠার পর

থানা সংলগ্ন হলিফ্যামিলি রেডক্রিসেন্ট হাসপাতাল পর্যন্ত অংশের উদ্বোধন করেন। ওই অংশ চালুর পর মগবাজার চৌরাস্তার যানজট অনেকটাই কমে এসেছে।

উদ্বোধনকালে মন্ত্রী জানান, আগামী ডিসেম্বর মাসের মধ্যে ফ্লাইওভারের ৫ নং প্যাকেজের উদ্বোধন করা হবে।

এ প্যাকেজে শান্তিনগর থেকে মৌচাক মোড় পর্যন্ত অংশ অন্তর্ভুক্ত। বাকি অংশ আগামী বছরের জুন মাসের মধ্যে চালু করা হবে। আশা করা যায় জুন ২০১৭ এর মধ্যেই ফ্লাইওভারটি পুরোপুরিভাবে চালু হয়ে যাবে।

মন্ত্রী বলেন, ফ্লাইওভার হলেই যে রাজধানী পুরোপুরি যানজট মুক্ত হবে তা নয়। তবে অনেকটাই কমবে। তিনি জানান, ঢাকা শহরের যোগাযোগ ব্যবস্থা নিয়ে একটি মহাপরিকল্পনা করা হয়েছে। এ পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে নগরীতে আর যানজট থাকবে না। মন্ত্রী জানান, ফ্লাইওভারটির ৪০ শতাংশ চালু হয়েছে। বাকি ৬০ শতাংশের কাজের অর্ধেক সম্পন্ন হয়েছে। পুরো ফ্লাইওভারটি চালু হলে মগবাজার-মৌচাক এলাকার যানজট বহুলাংশে কমে যাবে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব আবদুল মালেক, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী শ্যামা প্রসাদ অধিকারী, ঢাকা ওয়াসার ব্যবস্থাপনা পরিচালক তাকসিম এ খানসহ স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর ও ফ্লাইওভারের নির্মাতা প্রতিষ্ঠান এমসিসিসি কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। উদ্বোধনের পর ফ্লাইওভার যান চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। এ অংশ চালুর ফলে বাংলামোটর পয়েন্ট থেকে যানবাহনগুলো কোনো ক্রসিং ছাড়াই ওয়্যারলেসগেট পয়েন্টে গিয়ে নামতে পারছে। উল্লেখ্য, ২০১৩ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি ফ্লাইওভাটির নির্মাণকাজ শুরু হয়। এটি নির্মাণ করছে ভারতের সিমপ্লেক্স ইনফ্রাস্ট্রাকচার লিমিটেড ও নাভানার যৌথ উদ্যোগী প্রতিষ্ঠান 'সিমপ্লেক্স নাভানা জেভি', চীনা প্রতিষ্ঠান মেটালার্জিক্যাল কনস্ট্রাকশন ওভারসিজ কোম্পানি (এমসিসিসি) ও তমা কনস্ট্রাকশন লিমিটেড।

প্রকল্পের কাজ তত্ত্বাবধান করছে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)। পুরো প্রকল্পের ব্যয় ধরা হয়েছে ১ হাজার ২১৮ কোটি টাকা। ফ্লাইওভারটির দৈর্ঘ্য ৮ দশমিক ৭ কিলোমিটার।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৩১ জুলাই রবিবার শেরেবাংলা নগর বাণিজ্যমেলা মাঠে জাতীয় পরিবেশ ও বৃক্ষমেলা উদ্বোধন শেষে বিভিন্ন স্টল ঘুরে দেখেন

প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় ম্যানগ্রোভ তৈরি করতে হবে
– মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

বৃক্ষনিধন, নদীদূষণ, পাহাড় কাটা ও কৃষি জমিতে কীটনাশকের যথেচ্ছ ব্যবহার বন্ধসহ পরিবেশ রক্ষায় সবাইকে এগিয়ে আসার আহবান জানিয়েছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেছেন, গ্রিনহাউস গ্যাসের প্রভাবে জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটছে। এই পরিস্থিতিতে টেকসই উন্নয়নের মাধ্যমে সবুজ অর্থনীতি গড়তে হবে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (এসডিজি) বাস্তবায়ন, দূষণমুক্ত, পরিবেশবান্ধব ও টেকসই সবুজ অর্থনীতি গড়তে হলে আমাদের পরিবেশ সংরক্ষণকে মূল ধারায় নিয়ে আসতে হবে।' প্রতিটি প্রকল্পের ক্ষেত্রে পরিবেশগত প্রভাব ভালোভাবে নিরূপণ করে দূষণ নিয়ন্ত্রণে কার্যকর পদক্ষেপ নিতেও প্রধানমন্ত্রী সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দেন। প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় বনভূমি বাড়ানোর আহবান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ম্যানগ্রোভ এবং নারিকেল বাগান তৈরি করতে হবে। এর মাধ্যমে প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা করা সম্ভব হবে। তিনি এ বিষয়ে তাঁর সরকারের নেওয়া পদক্ষেপের কথা তুলে ধরেন। শেখ হাসিনা বলেন, 'যেখানেই শিল্প হবে, সেখানেই জলাধার থাকতে হবে। পরিবেশ সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন রাখতে প্রতিটি এলাকায় জলাধার রাখতে হবে।'

গত ৩১ জুলাই ২০১৬ রাজধানীর কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে বিশ্ব পরিবেশ দিবস ও জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান এবং পরিবেশমেলা ও বৃক্ষমেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে প্রধানমন্ত্রী এসব কথা বলেন। পরে প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রের পাশে পরিবেশ ও বৃক্ষমেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। পরিবেশ ও বনমন্ত্রী আনোয়ার হোসেন মঞ্জু, এমপির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন পরিবেশ ও বন উপমন্ত্রী আবদুল্লাহ আল ইসলাম জ্যাকব, এমপি। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বিজয়ীদের হাতে 'জাতীয় পরিবেশ পদক', 'বঙ্গবন্ধু অ্যাওয়ার্ড ফর ওয়াইল্ডলাইফ কনজারভেশন' এবং 'বৃক্ষরোপণে জাতীয় পুরস্কার' তুলে দেন। এ অনুষ্ঠানে সামাজিক বনায়নের লভ্যাংশের চেকও বিতরণ করা হয়। পরে প্রধানমন্ত্রী জাতীয় বৃক্ষমেলার বিভিন্ন স্টল ঘুরে দেখেন। উল্লেখ্য, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর মেলায় অংশ নেয়।

মগবাজার-মৌচাক ফ্লাইওভারের ইস্কাটন-মগবাজার ওয়্যারলেসগেট অংশ চালু

যান চলাচলের জন্য খুলে দেয়া হয়েছে রাজধানীর মগবাজার-মৌচাক ফ্লাইওভারের আরেকটি অংশ। ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৬ বৃহস্পতিবার স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী খন্দকার মোশাররফ হোসেন, এমপি ইস্কাটন থেকে মগবাজার ওয়্যারলেসগেট পর্যন্ত ফ্লাইওভারের এক কিলোমিটার অংশের উদ্বোধন করেন। পরে মন্ত্রী তাঁর গাড়ীবহর নিয়ে ইস্কাটন থেকে ওয়্যারলেসগেট পয়েন্টে গিয়ে নামেন।

উদ্বোধন উপলক্ষে ফ্লাইওভারের এই অংশ রঙ-বেরঙের কাপড় দিয়ে সজ্জিত করা হয়। এর আগে গত ৩০ মার্চ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ফ্লাইওভারটির তেজগাঁও সাতরাস্তা থেকে রমনা *এরপর ১১ পৃষ্ঠায়*

১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৬ বৃহস্পতিবার মগবাজার-মৌচাক ফ্লাইওভার নির্মাণ প্রকল্পের ইস্কাটন থেকে মগবাজার মোড় হয়ে ওয়্যারলেসগেট পর্যন্ত ১ কিলোমিটার অংশ যান চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করেন, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী খন্দকার মোশাররফ হোসেন, এমপি। এ সময় উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব আবদুল মালেক, এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী শ্যামা প্রসাদ অধিকারীসহ বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ

উপদেষ্টা : শ্যামা প্রসাদ অধিকারী, প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি, **সম্পাদক :** মোঃ আবুল কালাম আজাদ, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (বাস্তবায়ন), এলজিইডি।
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়: আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ থেকে প্রকাশিত। ওয়েবসাইট : www.lged.gov.bd